দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG. 04 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষক ধর্মঘটের ২৯ দিন // গতরাতে তিন মন্ত্রীর বৈঠক

প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে আগ
কালের মধ্যে সিদ্ধান্ত দেবেন অর্থমন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রীর অসৌজন্যমূলক আচরনের প্রতিবাদ ঃ সমাবেশ বিক্ষোভ মিছি

ইনকিলাব রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের প্রেক্ষিতে দাবী আদায়ে আন্দোলনরত সাড়ে পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর শীর্ষ নেতাদের সাথে সরকার পক্ষের পৃথক পৃথক আলোচনা শেষ হলেও আজ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ত গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাতে অর্থমন্ত্রী এ সাইফুর রহমানের বাসায় গিয়ে তার সা বৈঠক করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসম ফারুক ও প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হ মিলন। ১১ এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখু

শিক্ষক ধর্মঘটের ২৯ দিন

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রায় দু'ঘন্টাব্যাপী এ বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদ্বয় অর্থমন্ত্রীর কাছে শিক্ষকদের দাবীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। উল্লেখ করেছেন, বিগত নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অঙ্গীকার এবং বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের কথা। বৈঠকে শিক্ষকদের এ বিষয়টি নিয়ে গেল বাজেটের আগে অর্থমন্ত্রণালয়কে কোনভাবে অবহিত না করে উল্টো অর্থমন্ত্রীর ওপর দোষ চাপানোর জন্য প্রশ্নের মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক। এরপরও সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতাসহ পারিপার্শ্বিক নানা বিষয় তুলে ধরে বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী পূরণে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান কিভাবে করা যাবে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে অর্থমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন বলে জানা গেছে। সূত্র জানায়, অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান আগামীকাল (শনিবার) দেশের বাইরে যাওয়ার আগেই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন। আর এরপরই দ্রুত শিক্ষকদের দাবী পূরণের বিষয়ে ঘোষণা আসতে পারে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর থেকে গত বুধবার পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ও তথ্য উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু আন্দোলনরত ৫টি মোর্চা এবং বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনসহ ৫টি শিক্ষক সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন। এর কোন বৈঠকেই সরকারপক্ষ শিক্ষকদের দাবীসমূহ নিয়ে যেমন বিরোধিতা করেনি তেমনি কোন দাবী বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট ঘোষণাও দেয়নি। প্রতিটি সংগঠনের নেতাদের সাথে বৈঠকে একটি অভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন। সেটি হলো সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা। একইভাবে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের কাছে অর্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তার এখতিয়ারভুক্ত নয়, তবে বিষয়টি নিয়ে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সাথে কথা বলবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন। আলোচনার প্রথম দিন থেকে শুরু করে গত বুধবার, রাতে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতাদের সাথেও একই আশ্বাস দিয়েছেন। সে অনুযায়ী গতরাতে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনকে সাথে নিয়ে অর্থমন্ত্রীর বাসায় গিয়ে বৈঠক করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে আন্দোলন আর আলোচনার মাঝেই কেটে গেছে ২৫ হাজারেরও অধিক বেসরকারী স্কুল- কলেজ-মাদ্রাসায় লাগাতার ধর্মঘট। এতে অপূরণীয় ক্ষতির মুখে পড়েছে এক কোটিরও বেশী শিক্ষার্থী।

শিক্ষকদের আন্দোলনের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী শুরুর দিকে নানারকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের অনেক পর শিক্ষক নেতাদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। শিক্ষকদের শিক্ষাঙ্গনে ফেরাতে বা কর্মসূচী নমনীয় করতে না পারলেও উল্টোটি ঠিকই পেরেছেন। আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম মোর্চা জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট নেতাদের সাথে বৈঠককালে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে শিক্ষক আন্দোলনে উস্কানি দিয়েছেন। ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠককালে শিক্ষক আন্দোলন বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর দম্ভোক্তির অভিযোগ তুলে গতকাল সারাদেশে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে ফ্রন্টভুক্ত শিক্ষক সংগঠনগুলো। রাজধানী ঢাকায় জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট মুক্তাঙ্গন থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে পল্টন পুলিশ বক্সের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেছে। এতে বক্তৃতা করেন ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচীর সাথে শিক্ষামন্ত্রীর এ ধরনের আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন অন্যান্য সংগঠনের নেতারা। সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদভুক্ত সংগঠনগুলোও। পরিষদের অন্যতম আহ্বায়ক প্রিন্সিপাল এম এ আউয়াল সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ডঃ ম. আখতারুজ্জামান, প্রদীপ চক্রবর্তী, মোঃ আবুবকর সিদ্দিক, অধ্যাপক এম এ বারী, মনি হালদার প্রমুখ। শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ বাড্ডা আলতাফুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজে সংবাদ সম্মেলন করে পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ধমক দিয়ে শিক্ষক আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না। বরং আন্দোলন তীব্র হবে। প্রসঙ্গত সমন্বয় পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষকদের টেনেহিঁচড়ে নয়, দাবী বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা হলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক মিলে শিক্ষামন্ত্রীকেই তার গদি থেকে টেনেহিঁচড়ে নামাবে। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য পাঠ করেন পরিষদ মহাসচিব শেখ আঃ ছালাম। উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল আশরাফুল আলম, প্রিন্সিপাল রবিউল হক প্রমুখ। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট তাদের ৬ দফা শিক্ষা এজেন্ডা আদায়ের কর্মসূচী হিসেবে পূর্বঘোষিত ৬ আগস্টে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আহূত শিক্ষক-কর্মচারী মহাঅবস্থান সফল করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এক সভা করে এ মহাঅবস্থান কর্মসূচী সফল করতে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রফেসর এম শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রিন্সিপাল মাজহারুল হান্নান, আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল ইসহাক হোসেন, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর খান, অধ্যাপক রিয়াজুল আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।